কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৫০ ❑ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ❑ ২০১৭ খ্রি. ❑ ১৮ পৌষ- ১৬ ফাল্গুন ❑ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ নাসিরুজ্জামান
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ মাহমুদ হোসেন
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদক
মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
নুরুজ্জামান
সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রিন্টোলাইন
৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ৮৩২২২২১

সম্পাদকীয়

আমরা খাদ্য গ্রহণ করি দেহের পুষ্টির জন্য এবং যার মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ ও সবল রেখে কর্মক্ষম জীবন যাপন করা যায়। দেহের ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধন এবং দেহকে সুস্থ ও নিরোগ রাখার ক্ষেত্রে শাকসবজির গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোকই ভিটামিন 'এ' এর অভাবে ভুগছে অথচ পাতা জাতীয় সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' রয়েছে। ভিটামিন ছাড়াও খনিজ লবণের পরিমাণ শাকসবজিতে খুব বেশি। আমাদের দেহের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দুটি'র চাহিদার প্রায় সবটুকুই শাকসবজি থেকে পূরণ হয়ে থাকে। রোগপ্রতিরোধ খাদ্য হিসেবে শাকসবজির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। শাকসবজির গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্বিতীয় বারের মত জাতীয় সবজি মেলা আয়োজন করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় ৫-৭ জানুয়ারি, ২০১৭ আ.কা.মু. গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে তিনদিন ব্যাপী এ মেলার আয়োজন করে। মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ''সুস্থ সবল স্বাস্থ্য চান, বেশি করে সবজি খান''। সবজি মেলায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং বাংলাদেশে চাষকৃত সকল প্রকার সবজি প্রদর্শন করা হয়। কৃষকসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ যাতে সবজি সম্পর্কিত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে ও ব্যাপকভাবে সবজি চাষে উদ্বুদ্ধকরণের জন্যই এ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় বিএডিসিসহ অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশ-গ্রহণ করে।

ভেতরের পাতায়.........................

বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটেছে- প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ০৩
বিএডিসিতে গবেষণা সেল গঠন ০৪
বিএডিসি ও বাংলালিংক এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত ০৫
কুমিল্লা জেলা উন্নয়ন মেলা-২০১৭ তে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টলটিকে বেস্ট স্টল ঘোষণা ০৬
বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০১৭ আয়োজিত ০৭
ডোমারে ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামারে মাঠ দিবস পালিত ০৮
পরিবেশ উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রমে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার: একটি সফল প্রয়াস ০৯
বীজের প্রকৃত চাহিদা নির্ণয় এবং করণীয় ১১
দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ফোলিয়ার ফিডিং প্রযুক্তির গুরুত্ব ১৩
আগামী দুই মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc. gov.bd

বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটেছে- প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী

জাতীয় সবজি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এমপি

মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ সবজি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটেছে। আগে শুধু শীতকালে সবজি পাওয়া যেত, কিন্তু এখন আমাদের দেশে ১২ মাসই সবজি পাওয়া যায়। বাংলাদেশ সব ক্ষেত্রে সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা মানুষকে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছি। দেশের এই অগ্রযাত্রা চলমান থাকবে কারণ মানুষের মনেও বিপ্লব ঘটেছে।

গত ০৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে আ.কা.মু গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে তিন দিনব্যাপী জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এমপি এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় ২য় বারের মত এ মেলার আয়োজন করে।

খামার বাড়ি সংলগ্ন আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিট-রিয়াম চত্বরে তিন দিন ব্যাপী (৫-৭ জানুয়ারি) এ মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এমপি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি। মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে পারলে কৃষকরা আরো বেশি সবজি উৎপাদনে আগ্রহী হবেন। ফলে এর সুফল অনেক বেশি মিলবে। বিএডিসি'র কথা উল্লেখ করে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, কৃষিক্ষেত্রে বিএডিসি'র অবদান অনস্বীকার্য।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী বলেন, কৃষিতে সাফল্যের এক বিস্ময়কর উদাহরণ বাংলাদেশ। আর কৃষির অন্যতম অংশ হিসেবেই আজ এমন সবজি বিপ্লব। আমরা এখন প্রচুর পরিমাণ সবজি রপ্তানি করছি। অথচ একটা সময়ে এমনটা আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না। আমরা '৯৬ সালে হাইব্রিড সবজি উৎপাদনের চিন্তা করার কারণেই আজ সবজি চাষে বিপ্লব ঘটেছে। আমাদের খাদ্যাভ্যাসে সবজির পরিমাণ বাড়াতে হবে। সেমিনারে "পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বছরব্যাপী বৈচিত্র্যময় নিরাপদ সবজি চাষ" বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক ড. শাহাবুদ্দিন আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ হামিদুর রহমান। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আজাদ। সবজি মেলার এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সুস্থ সবল স্বাস্থ্য চান, বেশি করে সবজি খান"।

সবজি মেলা উপলক্ষ্যে সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। সবজি মেলায় বিএডিসিসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এমপি, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষিসচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আব্দুল্লাহ, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ উর্ধ্বতণ কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন। বিএডিসি'র স্টলটি হরেক রকম সবজি দিয়ে সাজানো হয়েছিল। নানা প্রকার দেশি-বিদেশি সবজি স্টলে প্রদর্শিত হয়। এছাড়া স্টলে সবজি বিক্রির ব্যবস্থাও ছিল।

সুষম সার ব্যবহার করুন, অধিক ফসল ঘরে তুলুন

বিএডিসিতে গবেষণা সেল গঠন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র কৃষিবিদদের সমন্বয়ে একটি গবেষণা সেল গঠন করা হয়েছে। এর ফলে সংস্থাটি গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো। চেয়ারম্যান জনাব মো. নাসিরুজ্জামানের আন্তরিকতা ও উদ্যোগে এ সেল গঠনের ফলে গবেষণা ক্ষেত্রে বিএডিসি'র অবদান রাখার দ্বার উন্মুক্ত হলো।

উল্লেখ্য, বিএডিসি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমানে কোন জনবল নেই। এজন্য বিদ্যমান জনবল থেকেই গবেষণা সেলের কাঠামো পূরণ করা হয়েছে। এই সেলের উপদেষ্টা হিসেবে আছেন মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল, প্রধান সমন্বয়কারী আলুবীজ বিভাগের যুগ্মপরিচালক (মাননিয়ন্ত্রণ) ড. মো. রেজাউল করিম এবং সদস্য সচিব বীজ বিতরণ বিভাগের উপব্যবস্থাপক ড. মো. মাহবুবুর রহমান। সদস্য হিসেবে রয়েছেন ব্যবস্থাপক (খামার) মো. গোলাম কিবরিয়া, যুগ্মপরিচালক (উদ্যান), কাশিমপুর, গাজীপুর ড. মাহবুবে আলম, উপপরিচালক (ডাল ও তৈল বীজ) ড. মো. নাজমুল ইসলাম, উপপরিচালক (আরবান সেলস) ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, উপব্যবস্থাপক (বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ) ড. মো. শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ) ড. মো. ছাদেক হোসেন, উপপরিচালক (বীজ বিতরণ), ঢাকা অঞ্চল জনাব এ কে এম ইউসুফ হারুন এবং সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সার) ড. আজীজা বেগম।

বিএডিসি'র গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার আইনগত বৈধতা থাকলেও ইতোপূর্বে সংস্থাটিকে এ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয়নি। ফলে দেশের সব অঞ্চলে বিএডিসি'র প্রয়োজনীয় ভূমি ও অবকাঠামোগত সুবিধা থাকাসত্ত্বেও সংস্থাটির পক্ষে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষির বাণিজ্যিকী করণসহ বিভিন্ন কারণে দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনচাহিদা নিরূপণে যে ধরণের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন তা বিএডিসি'র কর্মপদ্ধতির কারণেই বিশেষভাবে বিদ্যমান। লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে জন আকাঙ্ক্ষা ধারণ করা, চ্যালেঞ্জ সমূহকে চিহ্নিত করা ও সে অনুযায়ী গবেষণা কর্মের নকশা প্রণয়ন ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বিএডিসি'র সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল এবং দক্ষতা বিদ্যমান থাকলেও ইতোপূর্বে গবেষণা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার হয়নি। বর্তমানে বিএডিসিতে কৃষির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বীজ, সার ও সেচ কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি হয়েছে। কয়েকটি প্রকল্পের সহায়তায় ইতোমধ্যে সীমিত আকারে হলেও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মতো অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এর পরিপেক্ষিতে জনাব মো. নাসিরুজ্জামানের উদ্যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক মোতাবেক প্রণীত রাজস্ব খাতে গবেষণা ও উদ্ভাবনীর জন্য বিশেষ বরাদ্দ ব্যবহার নীতিমালা /নির্দেশিকা -২০১৬ তে বিএডিসিকে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সম্প্রতি এই সেলের সদস্যরা গবেষণা প্রস্তুতকরণ ও জমাদান সংক্রান্ত একটি সভায় মিলিত হন। সভায় আগ্রহী কৃষিবিদদের প্রস্তাবিত প্রায় ২০ টি গবেষণার ধারণা পত্র নিয়ে আলোচনা হয়। প্রাথমিকভাবে ৬ টি গবেষণার ধারণা পত্র গৃহীত হয় এবং সেগুলো কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের গবেষণা সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

সংকলিত : দৈনিক পাঞ্জেরী
০৭-০২-২০১৭

বিএডিসি'র পাট বীজের বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের পাট বীজের বিক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অর্থবছর		বিক্রয়মূল্য (ভিত্তি, প্রত্যয়িত/মানঘোষিত)						
		২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত পাটবীজ				২০১৫-১৬ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত পাটবীজ		
	বীজ ক্রয়কারীর বিবরণ	দেশি	কেনাফ	তোষা		দেশি	তোষা	
২০১৬-১৭		(টাকা/কেজি)		(টাকা/কেজি)	(টাকা/প্যাকেট) (৭৭৫ গ্রাম)	(টাকা/কেজি)	(টাকা/কেজি)	(টাকা/প্যাকেট) (৭৭৫ গ্রাম)
	বিএডিসি'র বীজ ডিলার	১১৭.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১২৪.০০	১০০.০০	১২৯.০০	১০০.০০
	কৃষক, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	১৩২.০০	১৮০.০০	১৮০.০০	১৩৯.৫০	১১৫.০০	১৪৮.৪০	১১৫.০০

বিএডিসি ও বাংলালিংক এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত

''বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'' এবং মোবাইল অপারেটর ''বাংলালিংক'' এর মধ্যে বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের মাঝে কর্পোরেট সিম সরবরাহের বিষয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সোমবার বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে বিএডিসি'র সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ দ্রুত ও সহজীকরণের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তাদের মাঝে বাংলালিংক কর্পোরেট সিম বিতরণ করা হচ্ছে। চুক্তিপত্রে বিএডিসি'র পক্ষে সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা এবং বাংলালিংক এর পক্ষে বিটুবি বিজনেস ডিরেক্টর জনাব নেছার ইউসুফ স্বাক্ষর করেন।

চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন বিএডিসি'র পক্ষে সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা এবং বাংলালিংক এর পক্ষে বিটুবি বিজনেস ডিরেক্টর জনাব নেছার ইউসুফ। এসময় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক এবং সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল। এছাড়া বিএডিসি ও বাংলালিংক এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্পোরেট সিমের মাধ্যমে বিএডিসি'র সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাঝে কমন ম্যাসেজ/ ইনস্ট্রাকশন, ভয়েস ম্যাসেজ প্রেরণ করা যাবে। তাছাড়া কৃষকদের নিকট বন্যা পরবর্তী করণীয়, নতুন জাত/ প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

বিএডিসিতে ''Expantion of Irrigation Through Utilization of Surface Water'', শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিতঃ

গত ৯ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে Inception Report for Baseline Survey of the Project ``Expantion of Irrigation Through Utilization of Surface Water by Double Lifting (3rd phase)'' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন। প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব উত্তম কুমার রায় এর সভাপতিত্বে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পরিকল্পনা কমিশনের উপপ্রধান বেগম আজিজুন নাহার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী প্রধান জনাব শাহ ইমাম আলী রেজা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সদস্য পরিচালক ড. মো. সুলতান আহমেদ। এছাড়া বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

কুমিল্লা জেলা উন্নয়ন মেলা-২০১৭ তে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টলটিকে বেস্ট স্টল ঘোষণা

গত ০৯-১১ জানুয়ারি ২০১৭ তিন দিন ব্যাপী প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে সারা দেশের মত কুমিল্লা জেলায়ও "উন্নয়ন মেলা ২০১৭" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উন্নয়ন মেলার প্রদর্শিত মোট ১০০টি স্টলের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ৬টি স্টল নিয়ে (২২-২৭) একত্রে একটি বৃহৎ স্টল স্থাপন করা হয়।

মেলা শেষে নির্বাচন কমিটির বিবেচনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টলটি বেস্ট স্টলের পুরস্কারে ভূষিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন প্রকার পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, উন্নয়ন বোর্ড এবং বিভিন্ন প্রকার কৃষি উপকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি, মাটি পরীক্ষা করার যন্ত্রসহ ফলবান বৃক্ষ, চারা-কলম, দৃষ্টিনন্দন ও শোভা বর্ধনকারী গাছ-গাছড়ার সমাহারে পরিণত হয়েছিল স্টলটি। তা'ছাড়া স্টলটি থেকে নিয়মিত মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর ডিওলেটার সম্বলিত লিফলেট, বিএডিসি'র বীজ-সার, সেচ কার্যক্রমের প্রায় ১০ হাজার এর অধিক পোস্টার ও বিএডিসি'র কার্যক্রম বিষয়ক ফোল্ডার মেলার দর্শনার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। স্টলটিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণকারী সকল দপ্তরের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। বৃহৎ স্টলটি ৩টি স্তরে/ভাগে ভাগ করে ১ম স্তরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ২য় স্তরে স্থানীয় সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ৩য় স্তরে বিএডিসি'র সকল কর্মকান্ড উপস্থাপন করা হয়।

বিএডিসির অংশটি ছিল অত্যন্ত তথ্যবহুল এবং আকর্ষণীয়। বীজ ও উদ্যান, সার ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্রসেচ উইং এর যাবতীয় কার্যক্রম, উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি উপস্থাপন করা হয়।

মেলার দ্বিতীয় দিনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন আবদুল্লাহ উক্ত মেলা পরিদর্শন করেন। তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টলটি দেখে অত্যন্ত খুশি হন এবং সর্বদিক বিবেচনায় স্টলটিকে মেলার শ্রেষ্ঠ স্টল ঘোষণা করেন। বিএডিসি'র উদ্দেশ্যে মাননীয় সচিব বলেন, আপনারা আপনাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে সব সময় প্রথম স্থান অধিকার করে থাকেন। আকর্ষণীয়ভাবে স্টল উপস্থাপনের জন্য তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং ভবিষ্যতে প্রথম স্থান ধরে রাখার জন্য আহ্বান জানান।

কুমিল্লায় উন্নয়ন মেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টল পরিদর্শন করছেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ

মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টল গুলোর মধ্যে সামগ্রিক বিবেচনা এবং বিচারকদের রায়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টলটি বেস্ট স্টলের পুরস্কার লাভ করে।

উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলার মধ্যে ৭টি জেলায় (চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, ফেনী, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান) অংশগ্রহণকারী স্টলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হয়। যার মধ্যে ৬টি জেলাতেই কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টল প্রথম স্থান অধিকার করে এবং ১টিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বাকী ৪টি জেলার (লক্ষীপুর, নোয়াখালী, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার) সকল অংশগ্রহণকারীকে প্রতিযোগিতা ছাড়াই অংশগ্রহণকারী হিসাবে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শোক সংবাদ

* নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা), বিএডিসি, বরিশাল রিজিয়ন, বরিশাল দপ্তরের পিআরএল ভোগরত সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব মোসলেম উদ্দিন খান গত ২১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

চলতি মৌসুমে আমন ধান বীজের সংগ্রহমূল্য

১৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে কৃষি ভবনস্থ পর্ষদ কক্ষে অনুষ্ঠিত "মূল্য নির্ধারণ কমিটি"র সভায় ২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে বিভিন্ন জাত ও শ্রেণির আমন ধানবীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়ঃ-

ক্রঃ নংঃ	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহমূল্য (টাকা/কেজি)
০১	ব্রিধান-৩৪ (সুগন্ধি)	ভিত্তি	৫৫.০০
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৫০.০০
০২	বিআর-২২, বিআর-২৩, বিনাশাইল ও নাইজারশাইল	ভিত্তি	৩৫.০০
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩০.০০
০৩	অন্যান্য সকলজাত	ভিত্তি	৩৪.০০
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	২৯.০০

বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০১৭ আয়োজিত

গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩৫ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী, কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম, সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (বি-১৯০৩) সিবিএ সভাপতি জনাব মোঃ কুতুব উদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব জান মোহাম্মদ।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয় জাতীয় পতাকা, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) অলিম্পিক পতাকা এবং প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন করছেন

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ মোতালেব খলিফা। অনুষ্ঠানে মহাব্যবস্থাপক (তদন্ত) জনাব আহমেদ হাসান আল মাহমুদ, যুগ্মসচিব (নিওক) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব মোঃ জুলফিকার আলী, যুগ্মসচিব (সা.প.) জনাব মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি দুইটি পর্বে আয়োজিত হয়। প্রথম পর্ব সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব নাসিরুজ্জামান জাতীয় পতাকা, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম অলিম্পিক পতাকা ও প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ মোতালেব খলিফা বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন। চেয়ারম্যান মহোদয় বেলুন উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। অতিথিবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদর্শিত কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ছাত্র/ ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম। এছাড়া যে সকল শিক্ষার্থী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি), জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), ও এসএসসি পরীক্ষার জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

বেলুন উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বস্তা দৌড়ে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

পুরস্কার বিতরণ করছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম

ডোমারে ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামারে মাঠ দিবস পালিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র নীলফামারিস্থ ডোমার ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামারে জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন, বর্ধিতকরণ, মান নিরূপণ ও প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্পের উদ্যোগে গত ৩১ জানুয়ারি দিন ব্যাপী কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবস পালিত হয়েছে।

মাঠ দিবস অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন এবং মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (সিডিপি ক্রপস) জনাব মোঃ ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক ড. মো. রেজাউল করিম।

সমাবেশে বিভিন্ন জেলার ৩৫০ জন কৃষককে বিভিন্ন গ্রুপে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে বীজ আলু উৎপাদন প্রক্রিয়া বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ডোমার ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামারের উপপরিচালক জনাব মো. এনামুল হক, রংপুরের উপপরিচালক (টিসি) জনাব নির্মাল্য কুমার দাস, বিএডিসি হিমাগার (কুড়িগ্রাম)-এর উপপরিচালক (টিসি) জনাব আবু তালেব, নশিপুর (দিনাজপুর) হিমাগারের উপপরিচালক (টিসি) জনাব উৎপল কুমার সাহা, শিবগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) হিমাগারের উপপরিচালক (টিসি) জনাব মো. আব্দুর রশিদ, পঞ্চগড়ের উপপরিচালক (টিসি) জনাব মো. আব্দুল হাই এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ডোমার) সাবিহা সুলতানা প্রমুখ।

জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেন, আলু উৎপাদনে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। এ অর্জনকে ধরে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, গত বছর দেশে বীজ আলুর চাহিদা ছিল সাড়ে ৬ লাখ মে.টন। এর মধ্যে বিএডিসি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ২৭ হাজার মে.টন বীজ আলুর কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেছে। চলতি বছর ৩৩ হাজার মে.টন বীজ আলু বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ বিএডিসি কর্তৃক ৬০ হাজার মে.টন বীজ আলু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক হতে পরামর্শ প্রদান করেন।

মাঠ দিবস অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

ড. মো. রেজাউল করিম বলেন, প্রকল্পের মাধ্যমে ল্যাবে প্লান্টলেট উৎপাদন ও তা থেকে মিনি টিউবার ও ব্রিডার বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। এর ফলে গত উৎপাদন বর্ষে বিএডিসি'র বীজ আলু আমদানি শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। এছাড়া বিএডিসি রোগমুক্ত ও মান সম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সরবরাহ করায় দেশে গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ১৫ মেট্রিক টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯.৫০ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। আগামীতে এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

সংকলিত : দৈনিক পাঞ্জেরী
০৭-০২-২০১৭

খামার বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর খামার বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, বিএডিসি'র সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম। খামার বিভাগের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন ব্যবস্থাপক (খামার) জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া।

সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) বলেন, একটি খামার কে কিভাবে লাভজনক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া যায় সেভাবে কাজ করতে হবে। খামার বীজ উৎপাদনের জায়গা। বীজের প্রতিটি দানা কে যত্নসহকারে উৎপাদন করতে হবে। সীমিত সম্পদ কার্যকর ভাবে ব্যবহার করে খামার থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল লাভ করতে হবে। সভায় খামার বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প

পরিবেশ উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রমে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার: একটি সফল প্রয়াস

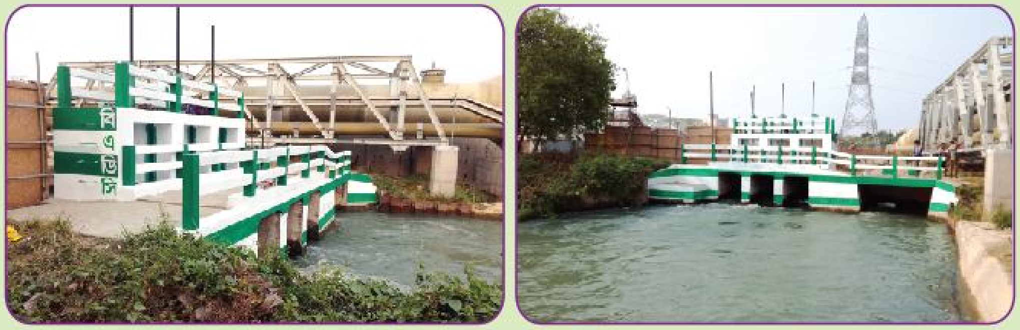

আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প এর ইনটেক পয়েন্ট প্রধান স্লুইস গেইট

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জে ও নরসিংদী জেলার ঘোড়াশালে অবস্থিত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র দু'টির কুলিং সিস্টেমে ব্যবহারের জন্য যথাক্রমে মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা নদী হতে পানি উত্তোলন করা হয়। উত্তোলিত পানি ব্যবহারের পর তা নদীতে ড্রেনেজ ক্যানেলের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছরে বিএডিসি ''আশুগঞ্জ সবুজ প্রকল্প'' নামে ৪০০০ হেক্টর এলাকার একটি সেচ প্রকল্প গ্রহণ করে। ঐ সময় ২-ভেন্টের একটি হেড রেগুলেটর ও প্রকল্প এলাকায় কিছু সেচনালা নির্মাণ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩২৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়।

একই সময়ে নরসিংদী'র পলাশ এলাকায় অনুরূপ একটি সেচ প্রকল্প গড়ে উঠে। উভয় প্রকল্পকে সমন্বিত করে ১৯৯০-৯৫ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীন উক্ত দুটি প্রকল্প একিভূত করে ''আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প'' নামে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। যা একনেক কর্তৃক ১৯৯২ সালে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায় এর কাজ ২০১৪ সালে সফলভাবে শেষ হয়। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ের বিভিন্ন ধরনের সেচ অবকাঠামো নির্মাণসহ, খাল পুনঃখনন, বাঁধ নির্মাণ এবং যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য ব্রীজ, কালভার্ট, ক্যাটলক্রসিং ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিতভাবে যথাক্রমে ৫০৭৫, ১০৪৯৬, ১৫৮০০ ও ২২০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়। প্রকল্পটির ৪টি পর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে পুনরায় ৫ম পর্যায়ে ০৫ বছর মেয়াদে (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০) গত ২২/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী জেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল:

ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বোরো ধানসহ উন্নত শস্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেচভিত্তিক কৃষি উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;

খ) সেচের মাধ্যেমে শস্যের উন্নত জাত ব্যবহারে উৎপাদন ২/৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে;

গ) অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;

ঘ) বিভিন্ন সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;

ঙ) শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রকল্প এলাকার জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;

চ) শস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ধান হতে চাউল তৈরি ইত্যাদি কর্মকান্ড সৃষ্টির ফলে গ্রামীণ মহিলারা উপকৃত হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির ফলে তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটছে;

ছ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

পরিবেশগত অন্যান্য সুফল:

ক) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং ওয়াটারের গতি পরিবর্তন করে সেচ কাজে ব্যবহার করা হয় এবং এর উত্তোলন ব্যয় নেই। ফলে অত্র প্রকল্পের আওতায় কৃষকগণ দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় নামমাত্র মূল্যে সেচ প্রদান করার সুযোগ পাচ্ছে;

খ) ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের ফলে ভূমির উর্বরতা ও মাটির গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হচ্ছে;

গ) প্রকল্প এলাকা বন্যা প্রবণ হওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে সেচ পরিচালনা করায় আগাম বন্যা প্রকোপ থেকে নিশ্চিত ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে;

ঘ) নিশ্চিত ফসল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকায় প্রান্তিক কৃষকগণও পুঁজি বিনিয়োগে অধিক ফসল উৎপাদন করে জাতীয় উৎপাদনে অবদান রাখছে;

ঙ) স্লুইচ গেইট, পাকা নালা, কন্ট্রোল স্ট্রাকচার, সাইফুন ইত্যাদি স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে যা দেশের জন্য অনুকরণীয়;

চ) ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করার ফলে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পানির অপচয় কম হচ্ছে।

(বাকী অংশ ১০ পৃষ্ঠায়)

প্রকল্পের (৫ম পর্যায়) প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রমিক নং	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কাজের পরিমাণ	জুন,২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) অগ্রগতি
(ক)	খাল/ নালা পুন:খনন	৮.০০ কি. মি.	-	৪.০০ কি. মি.	৩.০০ কি. মি.
(খ)	অস্থায়ী মাটির বাঁধ	১০.০০ কি. মি.	১.৬০ কি. মি.	২.০০ কি. মি.	২.০০ কি. মি.
(গ)	আরসিসি মেইন/ সেকেন্ডারী ক্যানেল	২.৫০ কি. মি.	-	০.৯৫০ কি. মি.	০.৯০০ কি. মি.
(ঘ)	টো/রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	০.১০ কি. মি.	-	০.০৬ কি. মি.	০.০৬ কি. মি.
(ঙ)	১ কিউসেক এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ২০০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস সরবরাহ (প্রতিটি ৪০০ মিটার)	২৫ সেট	১৮ সেট	-	-
(চ)	২ কিউসেক এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ২৫০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস সরবরাহ (প্রতিটি ৬০০ মিটার)	২৫ সেট	১৫ সেট	-	-
(ছ)	১ কিউসেক এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ২০০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস দ্বারা (প্রতিটি ৪০০ মিটার)	২৫ টি	-	১০ টি	১০ টি
(জ)	২ কিউসেক এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ২৫০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস দ্বারা (প্রতিটি ৬০০ মিটার)	২৫ টি	-	১০ টি	১০ টি
(ঝ)	সাইফুন নির্মাণ	০১ টি	-	-	-
(ঞ)	ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার নির্মাণ	০২ টি	-	০১ টি	০১ টি
(ট)	ফুটব্রিজ/ ক্যাটল ক্রসিং/ কালভার্ট নির্মাণ	০৪ টি	-	০৩ টি	০২ টি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আরসিসি ক্যানেল

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহবাজপুরে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভূগর্ভস্থ সেচনালা

উপসংহার: আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পটি দেশের মধ্যে অত্যন্ত কম খরচে অধিক ফসল উৎপাদনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী সেচ প্রকল্প। উপকারভোগী কৃষকদের কাছ থেকে নামমাত্র সেচকর নেয়া হয়। অর্থাৎ প্রতি সেচ মৌসুমে একর প্রতি লিফটিং পদ্ধতিতে ২০০/- টাকা এবং গ্রাভেটি ফ্লো পদ্ধতিতে ৪০০/- সেচ কর নেয়া হয়। প্রকল্প এলাকায় চলতি সেচ মৌসুমে ২২,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে এবং ৯৬,২৫০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্প এলাকার কৃষকদের সেচ খরচ অত্যন্ত কম। তাছাড়া প্রল্পের পানি ব্যবহার করলে জমিতে সার ও কীটনাশ কম লাগে এবং ফলন ভাল হয়। প্রকল্পভূক্ত কৃষকদের ফসল উৎপাদন খরচ অন্যান্য এলাকার তুলনায় অনেক কম হওয়ায় কৃষকরা বেশি লাভবান হয়। সার্বিকদিক বিবেচনায় এটি একটি কৃষকবান্ধব গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প।

বীজের প্রকৃত চাহিদা নির্ণয় এবং করণীয়

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক (বীপ্রস), বিএডিসি, ঢাকা

বীজের চাহিদা নিরূপণ একটি দেশের কৃষি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন বিষয়। অর্থনীতিতে চাহিদার সাথে পণ্যের সরবরাহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চাহিদা বেশি কিন্তু পণ্যের সরবরাহ কম হলে যেমন সংকট সৃষ্টি হয় তেমনি চাহিদার তুলনায় পণ্যের সরবরাহ বেশি হলেও সমস্যা সৃষ্টি করে। কৃষি পণ্যের মধ্যে 'বীজ' অন্যান্য অকৃষিজ পণ্য থেকে বৈশিষ্টগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একে অন্যান্য পণ্যের মত অবিক্রিত অবস্থায় দীর্ঘদিন গুদামজাত করে রাখা যায় না।

ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে বীজই একমাত্র জীবন্ত উপকরণ (Living input) যাকে একটি মানব শিশুর সংগে তুলনা করা যায়। পরবর্তী ফসল মৌসুম পর্যন্ত একে লালন-পালন করতে হয়। সাধারণত ফসলভেদে বীজকে সর্বাধিক দু'বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে অন্যথায় সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির সাথে সাথে বীজের গুণগতমান হ্রাস পেতে থাকে। সাধারণত প্রত্যেক বছরের মোট ফসলী জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে বীজ হার দিয়ে গুণ করে ওই বছরের বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা (Agronomic Requirement) নিরূপণ করা হয়। আর যদি ফসলী জমির পরিসংখ্যানগত তথ্য সঠিক না হয় তবে বীজের চাহিদা নিরূপণ যে সঠিক হবে না তা বলাই বাহুল্য।

সঠিকভাবে বীজের চাহিদা নিরূপণে ব্যর্থ হলে বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা কৃষককে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয় ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদন হয় ব্যাহত। বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা নিরূপণের সাথে সাথে বাজারজাতযোগ্য বীজের চাহিদা অবশ্যই নিরূপণ করতে হবে।

সরকারিভাবে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং প্রায় তিন শতাধিক বীজ কোম্পানী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিপণন এবং আমদানির সংগে জড়িত। বিএডিসি ছাড়া অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানই বাণিজ্যিকভাবে বীজ ব্যবসার সাথে জড়িত। দেখা যায় যে, এ সকল প্রতিষ্ঠানের বীজ অনেক সময় অবিক্রিত থেকে যায়, ফলে তাদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়। সাম্প্রতিক দু'এক বছরে বিএডিসিরও কিছু বীজ অবিক্রিত থাকার কারণে অবীজ হিসেবে বিক্রি করতে হয়েছে। আবার অনেক সময় অত্যাধিক চাহিদার কারণে বীজ সরবরাহ করতে না পারায় ওই সকল প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন অধিক লাভ থেকে হয় বঞ্চিত অন্যদিকে পরিমাণমত ভাল বীজ না পেয়ে কৃষি উৎপাদন হয় ক্ষতিগ্রস্থ, ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয় ব্যাহত। তাই সঠিকভাবে বীজের চাহিদা নিরূপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয়। তবে এদেশে ভাল বীজের ব্যাপক চাহিদা থাকার পরও বীজ অবিক্রিত থাকা কোন অবস্থাতেই যৌক্তিক নয়। বীজের ব্যাপক চাহিদা থাকার পরও বীজ অবিক্রিত থাকলে এর কারণগুলো খুঁজে বের করা প্রয়োজন। তবে এটি অনস্বীকার্য যে সরকারের উদার বীজনীতির কারণে পূর্বের তুলনায় ভাল বীজ সরবরাহ ও ব্যবহারের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

একদিকে যেমন বিএডিসির মাধ্যমে বীজ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বীজ কোম্পানী অনুমোদনের মাধ্যমে বীজ সরবরাহের পরিমাণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, দেশে আউশ, আমন, বোরো ও হাইব্রিড বোরো ধানের জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৯.০, ৪০.১৫, ৪০.৭৫ এবং ৬.৬০ লক্ষ হেক্টর এবং একই জমির বিপরীতে উক্ত ধানবীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা যথাক্রমে ০.২২৫, ১.০০৪, ১.০১৮ এবং ০.১১২ লক্ষ মে. টন, সে হিসেবে বিএডিসি ২০১৪-১৫ সালের মোট আউশ ধানবীজের চাহিদার ৫.৯২% (১৩৩২ মে.টন), আমন ধানবীজের ২০.৭৯%(২০৮৭৬ মে.টন), বোরো ধানবীজের ৫৪.১৩% (৫৫১৪৫ মে.টন) ও হাইব্রিড বোরো ধানবীজের ৯.৪১% (১০৫৬ মে.টন) সরবরাহ করেছে। উক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বিএডিসি বীজের মোট চাহিদার ৪৭.৮৫% গমবীজ, ৩.৭৬% আলুবীজ, ১.৮৪% ভূট্টাবীজ, ২৩.৫১% ডালবীজ, ৯.১৫% তৈলবীজ, ১৪.৮৯% পাটবীজ, ২.৫০% সবজিবীজ ও ০.০৬% মসলাজাতীয় বীজ সরবরাহ করেছে।

২০১১ সালে ''সার্ক কৃষি কেন্দ্র" থেকে প্রকাশিত Quality Seed in SAARC Countries শীর্ষক পুস্তক থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে দেশের মোট বীজের চাহিদার ১৮% সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণ করা হচ্ছে এবং বাকী ৮২% পূরণ করা হচ্ছে কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষিত বীজ থেকে যা গুণগতমানসম্পন্ন নয়। কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষিত এ বীজের পরিমাণ কতটুকু তথ্যভিত্তিক তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় ক্রমান্বয়ে আবাদি জমি ১.০% হারে কমে যাচ্ছে, এ তথ্য সঠিক হলে বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা তো ক্রমান্বয়ে কম হওয়ারই কথা, সে হিসেবে কৃষকের সংরক্ষিত বীজের পরিমাণ কমে যাবে এবং আনুপাতিকহারে প্রাতিষ্ঠানিক বীজের পরিমাণ অবশ্যই বেড়ে যাবে, কারণ আবাদি জমি, সরবরাহকৃত প্রাতিষ্ঠানিক বীজ ও কৃষকের সংরক্ষিত বীজের পরিমাণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা বীজ কোম্পানী কর্তৃক উৎপাদিত এবং বাজারজাতকৃত বীজের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে।

(বাকী অংশ ১২ পৃষ্ঠায়)

বীজের প্রকৃত চাহিদা নির্ণয় এবং করণীয়

(১১ পৃষ্ঠা এর পর)

ব্যবসায়িক নীতির কারণে হয়ত তারা সঠিক তথ্য প্রকাশ নাও করতে পারে। সাম্প্রতিক এলাকা বিশেষ ফসলের চাষ পদ্ধতিতে (Cropping Pattern) কিছুটা পরিবর্তন আসায় নিট ফসলী জমির (Net Cropped Area) পরিমাণ হ্রাস পেলেও মোট ফসলি জমির (Total Cropped Area) পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিএস ২০১০ অনুযায়ী ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ সালে নিট ফসলী জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৭৮.০, ৭৭.৬৮ এবং ৭৯.৪৩ লক্ষ হেক্টর হলেও একই বছরে মোট ফসলি জমির পরিমাণ যথাক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩৭.৩৪, ১৩৮.৭৮ ও ১৪৪.১৯ লক্ষ হেক্টর এবং বিবিএস ২০১২ অনুযায়ী দেশের মোট ফসলি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৯.৫০ লক্ষ হেক্টরে।

এমতাবস্থায় বীজের প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পরেছে। এ চাহিদা নিরুপণ হতে হবে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী সময়ের জন্য। স্বল্পমেয়াদী সময়ের জন্য বীজের সরবরাহের নিশ্চিয়তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীকে সাধারণত এক বছর পূর্বে বীজের চাহিদার পূর্বাভাষ করতে হবে। চাহিদার পূর্বাভাষ এর ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীকে বীজ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলি হচ্ছে আবহাওয়াগত পরিবর্তন, কৃষিপণ্যের বাজারদর, পূর্ববর্তী বছরে ফসলের ফলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যান্য কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, কৃষকের সচ্ছলতা, বীজ প্রতিস্থাপন হার (Seed Replacement Rate), বীজ পরিবর্ধন হার (Seed Multiplication Rate) ইত্যাদি। বছরওয়ারী বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও আমদানীর ক্ষেত্রে বীজ উৎপাদনকারী ও বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি কাঠামোর মধ্যে আনা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এর তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে দেশে বীজের প্রকৃত চাহিদা, মোট উৎপাদন, সরবরাহ ও বিক্রয়, অবিক্রিত, আমদানি ও রপ্তানি, চাষী কর্তৃক উৎপাদন অর্থাৎ বীজ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তৈরিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নিতে পারে।

মেধাবী মুখ

স্বর্ণা সাহা

স্বর্ণা সাহা ২০১৬ সালের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য, সে ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায়ও একই বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। স্বর্ণা বিএডিসি'র সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা এর কন্যা। সে সকলের আশীর্বাদ প্রার্থী।

মোঃ নাজিম উদ্দিন ফাহিম

মোঃ নাজিম উদ্দিন ফাহিম ২০১৬ সালের জুনিয়র স্কুল সাটিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফাহিম বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের গাড়ীচালক পদে কর্মরত জনাব মোঃ ফারুক হোসেনের পুত্র। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

মোসাঃ তানজিলা আক্তার ফাহিমা

মোসাঃ তানজিলা আক্তার ফাহিমা ২০১৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফাহিমা বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের গাড়ীচালক পদে কর্মরত জনাব মোঃ ফারুক হোসেনের কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৯০ মে. টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মোট কৃষক পর্যায়ে মোট ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৯০ মে. টন নন ইউরিয়া সার বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ৯১ হাজার ২৮ মে.টন, এমওপি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ১ মে. টন ও ডিএপি ৫৩ হাজার ১৬১ মে. টন। বর্ণিত দুই মাসে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ২ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৮ মে. টন সার। ০১ মার্চ ২০১৭ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪৭ মে. টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ফোলিয়ার ফিডিং প্রযুক্তির গুরুত্ব

কৃষিবিদ মোঃ আরিফ হোসেন খান, যুগ্মপরিচালক (সার), সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএডিসি, রাজশাহী

সদ্য স্বাধীন দেশ, জনসংখ্যা সাড়ে ৭.৫ কোটি, জমিও প্রচুর কিন্তু তার পরেও এদেশের মানুষকে না খেয়ে মরতে হয়েছে। কৃষিই যে এদেশের প্রাণ তা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেন এবং অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও কৃষিবিদদেরকে ক্লাস ওয়ানের মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি চিন্তা করেন মেধাবী ছেলে মেয়েদেরকে কৃষিতে সম্পৃক্ত করতে না পারলে এদেশের কৃষির উন্নতি করা সম্ভব হবে না। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন আজ তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এসে বাস্তবে রূপ নিয়েছে।

তবে কৃষিতে আজকের যে সাফল্য তা আগামীতে ধরে রাখাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ এখন প্রতি বছর প্রায় ১ ভাগ হারে জমি কমছে এবং ২২ লক্ষ হারে মানুষ বাড়ছে। আমরা যদি আজকের এই সাফল্যের বিষয়ে কিছু পিছে ফিরে তাকাই তা হলে কি দেখব? ১) দেশ স্বাধীন হবার পরে অধিকাংশ জমিতে স্থানীয় প্রজাতির ধান চাষ হতো, এগুলোর ফলনশীলতা খুবই কম ছিল। ২) দেশের অনেক জমি বছরের অধিকাংশ সময়ে পানিতে তলিয়ে থাকত। ৩) চাষিরা নিজের বাড়ির বীজ ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন করত। একারণে ফসলের ফলন খুব কম হতো। ৪) সেচের ব্যবস্থা তেমন ছিলনা। ৫) চাষিরা রাসায়নিক সারের ব্যবহার তেমন জানত না। ৬) অধিকাংশ ফসল রোগ ও পোকামাকড়ের মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যেত ৭) চাষাবাদ কৌশল তেমন উন্নত ছিলনা। ৮) কৃষকদের কৃষি বিষয়ে পরামর্শ দেবার সম্প্রসারণ কর্মীও তেমন ছিলনা।

আইআর-৮ জাতের ধানের সম্প্রসারণ এ দেশের কৃষিতে প্রথম বিপ্লবের সূচনা করে। খাল খননের মাধ্যমে বিলের পানি নিষ্কাষণ এবং স্লুইচ গেট নির্মাণের মাধ্যমে অনেক জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা হয়। ফসল আবাদে চাষিদেরকে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শিখানো হয়। নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসলের ফলনশীলতা অনেক বৃদ্ধি করা হয়। সেচ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা হয়। উন্নতমানের বীজের ব্যবহার ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা হয়। বালাইনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে চাষি তার ফসলের সুরক্ষা দেওয়া শিখানো হয়। এক ফসলের স্থলে ৩-৪টা ফসল ফলানোর কৌশল শিখানো হয়। এ সময়ে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির যতগুলি কৌশল আছে আমরা তার প্রায় সবগুলিই ব্যবহার করার মাধ্যমে আমাদের কৃষিকে এই অবস্থানে আনতে সক্ষম হয়েছি। সকল কিছুর বিবেচনাতে আমাদের কৃষি আজ তুঙ্গে অবস্থান করছে। একারণে আমরা ধান উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ, শাকসবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আলু উৎপাদনে অষ্টম, আম উৎপাদনে নবম অবস্থানে রয়েছি।

আগামীর খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পাঁচটি বিষয় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিবে বলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত। ১) আবাদি জমি কমে যাওয়া ২) মানুষ বৃদ্ধি পাওয়া ৩) পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া ৪) জল বায়ুর পরিবর্তন এবং ৫) ক্রমাগত অধিকহারে রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদনের কারণে মাটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস। ব্রি এর মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান জনাব ড. এস কে জামান মহোদয়ের একটি তথ্য থেকে জানা যায় ১৯৬৫ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমাদের দেশের মাটির মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমেছে ৩১%, মোট কার্বন কমেছে ১১% এবং গ্রহণযোগ্য ফসফেট কমেছে ৯%। সুতরাং পরবর্তী ১৮ বছরে এ তথ্য আরও অনেক বেশি হবে বলে মনে করি। কারণ এসময়ে উচ্চফলনশীল ফসল চাষের নিবিড়তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপরে অধিক খাদ্য উৎপাদন করতে হলে ট্রাডিশনাল কৃষির পরিবর্তে প্রযুক্তির সম্প্রসারণ অতি জরুরি বলে মনে করি। আগামীর কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাতে উন্নত বিশ্বে বহুল প্রচলিত পাতার মাধ্যমে পুষ্টি প্রদানের ফোলিয়ার ফিডিং বিষয়টি আমাদের জন্য সহায়ক হতে পারে। এছাড়া দেশের সামগ্রীক খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রথমেই দেখা যাক ফোলিয়ার ফিডিং কি?

আমারা মুখ দিয়েই আমাদের খাদ্য গ্রহণ করে থাকি কিন্তু কখনও যদি বেশি মাত্রায় অসুস্থ হয়ে যাই তবে আমাদেরকে ভেইনের মাধ্যমে পুষ্টি প্রদান করে (স্যালাইনের মাধ্যমে) সুস্থ করা হয়। গাছ সাধারণভাবে তার শিকড়ের মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে কিন্তু যদি কোন কারণে শিকড়ের মাধ্যমে পুষ্টি উত্তোলনে অসুবিধার সন্মুখীন হয় (সাময়িক খরা, জলাবদ্ধতা, পি এইচ জনিত সমস্যা, নিম্নতাপমাত্রা ইত্যাদি) তবে গাছকে পাতার মাধ্যমে পুষ্টি দিয়ে বেশ ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়। গাছকে পাতার মাধ্যমে খাদ্য বা পুষ্টি প্রদানের এই বিষয়টিকেই ফোলিয়ার ফিডিং/ ফোলিয়ার ফার্টিলাইজেশন বা ফোলিয়ার ফার্টিগেশন বলে। শুধু পাতা নয় মাটির উপরের যে কোন অংশ দিয়েই গাছ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে।

ফসল উৎপাদনের এই প্রযুক্তির প্রথম প্রয়োগ হয় ১৮৪৪ সালে আমেরিকাতে। তবে এটা যে বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য পদ্ধতি তা প্রমাণ হয় ১৯৫০ সালে। আমেরিকার মিসিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের ২ জন বিজ্ঞানী বিষয়টি সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করেন যে ফসলে পুষ্টি প্রদানের ক্ষেত্রে এই ফোলিয়ার ফিডিং একটি কার্যকর পদ্ধতি। পরবর্তীতে তারা এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন এবং নিম্নোক্ত তথ্য উপস্থাপন করেন।

Foliar Fertilization is the most efficient way to increase yield and plant health. Tests have shown that foliar feeding can increases yields from 12% to 25% when compared to conventional fertilization. Tests, conducted in different locations, under different environmental conditions, have reflected the following;

(বাকী অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়)

(১৩ পৃষ্ঠা এর পর)

*When fertilizers are foliar applied, more that 90% of the fertilizer is utilized by the plant. When a similar amount is applied to the soil, only 10 percent of it is utilized.

*In the sandy loam, foliar applied fertilizers are up to 20 times more effective when compared to soil applied fertilizers.

*Foliar feeding is an effective method for correcting soil deficiencies and overcoming the soils inability to transfer nutrients to the plant under low moisture conditions. চাকুরীর সূচনালগ্ন থেকে শখের বসে গাছকে পাতার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণের গবেষণা করতে গিয়ে আমি দেখেছি যে, আমরা যদি ফসল উৎপাদনের সময় অতিরিক্ত পরিপূরক হিসাবে কিছু পুষ্টি উপাদান পাতার মাধ্যমে প্রদান করি তবে তা ফসলের ফলন অনেক বৃদ্ধি করছে। পাতার মাধ্যমে অতিরিক্ত পরিপূরক হিসাবে পুষ্টি প্রদান করে ধান ও গমের ক্ষেত্রে ১০-১৫% এবং সবজির ক্ষেত্রে ২০-৫০% এর মধ্যে ফসলের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন আসতে পারে পাতার মাধ্যমে পুষ্টি প্রদান করলে কেন ফসলের ফলন বৃদ্ধি পাবে? এবিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ-

উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদের সময় আমরা আজকাল আর জমিতে সেভাবে জৈব পদার্থ প্রদান করি না। এজন্য মাটিতে অনুখাদ্যের ব্যাপকভাবে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। আমরা যে সকল অনুখাদ্য ব্যবহার করছি তার অধিকাংশই ভেজালে ভরা যা এসআরডিআই এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়। এসকল অনুখাদ্য খুব কম পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এগুলোর গুরুত্ব ফসল উৎপাদনে খুবই বেশি। যেমন, কোন জমিতে দস্তার ঘাটতি থাকলে সে জমিতে ধান গাছ প্রতিষ্ঠিত করা যায়না, বোরণের ঘাটতি থাকলে গম এবং ভূট্টার দানা পরাগায়নে সমস্যা হয়। বিভিন্ন ফল জাতীয় সবজির ফলন অনেক কমে যায়।

অম্লধর্মী মাটিতে ফসফরাস মৌলটি আয়রন এবং এলুমিনিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে ফসফেটের কমপেক্স তৈরি করে বলে গাছ সঠিকভাবে ফসফেট পায় না ফলে গাছে ফুল ফল কমে যায়।

কীটনাশকের অধিক ব্যবহার এবং জৈব সার ব্যবহার না করে কেবল রাসায়নিক সারের ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল চাষ করতে গিয়ে আমাদের জমিতে অনুজীব এবং কেঁচোর আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। অনুজীবের অভাবে ব্যবহৃত ইউরিয়া পূর্ণমাত্রায় গাছের জন্য গ্রহণোপযোগী হতে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। জলাবদ্ধ বা সাময়িক খরার সময় ধানের জমিতে সময়মত নাইট্রোজেন না দিতে পারলে ফলন অনেক কমে যায়। আবার লবণাক্ত মাটিতে ইউরিয়েজ এনজাইমের কার্যকারিতা কম থাকার কারণে প্রয়োগকৃত ইউরিয়া হাইড্রোলাইসি করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এছাড়া ফসফেট এবং পটাশ কম গ্রহণ করতে পারে। আবার কপার আয়রন জিঙ্ক এবং ম্যাঙ্গানিজ অনুপুষ্টি উপাদান গুলিও গাছ সহজে গ্রহণ করতে পারে না বলে ভালো ফলন পাওয়া যায় না।

ফোলিয়ার ফিডিং কৌশলের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরণের সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করা যায় এবং অধিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়। পাতার মাধ্যমে তরল আকারে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান প্রয়োগ করলে তা গাছের জন্য হেল্থ ড্রিঙ্কসের (হরলিক্স, বুষ্ট, নিডো এবং কমপ্লান) মত কাজ করে থাকে, ফলে গাছ মাটির কিছু সীমাবদ্ধতাকে পাশ কাটিয়ে পুষ্টি উপাদান নিয়ে সুস্থ সবলভাবে বেড়ে উঠে এবং বেশি ফলন দেয়। উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বর্তমান সময়ে আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনায় ফোলিয়ার ফিডিং ব্যতীত তারা ফসল উৎপাদনের কথা চিন্তাও করতে পারে না। আমরা যে সকল বিদেশি ফল খাই তার ১০০% ফোলিয়ার ফিডিং কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়। এই প্রযুক্তি ব্যবহারে উন্নত বিশ্বের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বুম স্প্রেয়ার, বিমান, হেলিকপ্টার এমন কি ড্রোন পর্যন্ত ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে আমরা প্রধানত নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে কেবল খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে একটু বেশি চিন্তা করছি। আজ মাঠের দিকে তাকালে দেখা যায় ব্রি অনুমোদিত ৮০টি জাতের মধ্যে ১৫-২০ টি জাত মাঠ পর্যায়ে রয়েছে। আমন মৌসুমে উচ্চফলনশীল জনপ্রিয় বিআর-১১ এবং বোরো মৌসুমের উচ্চ ফলনশীল ব্রিধান-২৮ এবং ব্রিধান-২৯ এর চেয়ে বেশি ফলনশীল কোন জাত চাষি পর্যায়ে সম্প্রসার বা জনপ্রিয় করা এখনও সেভাবে সম্ভব হয়নি।

গাছে ফোলিয়ার ফিডিং প্রদানের দৃশ্য

ভারতের আই-কিষাণ ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় যে, অন্ধ্র প্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে ধান গাছের উপরে অতিরিক্ত পরিপূরক খাদ্য হিসাবে মিশ্র তরল সার ব্যবহার করার কারণে ধানের ফলন ১০% বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে । তা হলে আমরা যদি আমাদের দেশের কৃষিতে বা ধান চাষে অতিরিক্ত পরিপূরক খাদ্য হিসাবে মিশ্র তরল সার প্রয়োগের বিষয়ে সুপারিশ করার চিন্তা করি তাহলে এখনই সকল জাতের ধানের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব, ফলে ফলন পার্থক্য (Yield gap) কমে আসবে। ফসল উৎপাদনে পাতার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের বিষয়টি নিয়ে দেশের সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা করা উচিত বলে মনে করি। কারণ এখন আর হরাইজন্টাল এক্সপানশনের মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই আমাদেরকে ভার্টিক্যালি এক্সপানশনের দিকেই আগাতে হবে। এক্ষেত্রে ফোলিয়ার ফিডিং কৌশলটি হতে পারে অন্যতম সহায়ক প্রযুক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

বিএডিসি'র পুনঃঅঙ্কিত লোগো ব্যবহার প্রসঙ্গে

বিএডিসি'র পুনঃঅঙ্কিত রঙ্গিন লোগো ও লোগো ব্যবহার সম্পর্কিত নির্দেশনাবলী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। সংস্থার কাজের স্বার্থে যে সকল স্থানে লোগো ব্যবহার প্রয়োজন হবে সে সকল স্থানে নিম্নবর্ণিত লোগো ব্যবহারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

* লোগোটির Soft Copy বিএডিসি'র ওয়েবসাইট www.badc.gov.bd এবং বিএডিসি'র ফেসবুক গ্রুপ বিএডিসি ভাবনা (BADC Bhabna) হতে ডাউনলোড করা যাবে।

বিএডিসি'র পুনঃঅঙ্কিত লোগো

লোগো ব্যবহার সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহ :

* এখন থেকে বিএডিসি'র লোগো ব্যবহারের প্রয়োজনে এ লোগোটিই ব্যবহার করতে হবে;
* এর প্রস্থ ও উচ্চতা এর অনুপাত (W ঃ H) = ১ ঃ ০.৭৫ বা ৪ ঃ ৩ হিসেবে রাখতে হবে, কোন অবস্থাতেই এ অনুপাতের ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না;
* এর রং বা কোন অংশ ইচ্ছামত পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাবে না;
* সাদা-কালো হিসেবে প্রিন্টে যে কালার আসবে তাই রাখতে হবে;
* ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছোট-বড় করার প্রয়োজন হলে লোগো সিলেক্ট করে যে কোন কর্নারের অ্যারোতে টান দিলে অনুপাত ঠিক অবস্থায় থাকবে;
* রঙিন প্রিন্টের ক্ষেত্রে ৩/৪ রং এর রঙিন প্রিন্ট করতে হবে।

আগামী দুই মাসের কৃষি

চৈত্র মাসে কৃষিতে করণীয় :

ধানঃ

সময় মতো যারা বোরো ধানের চারা রোপণ করেছেন তারা ইতোমধ্যেই ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ শেষ করেছেন আশা করি। আর যারা শীতের কারণে দেরিতে চারা রোপণ করেছেন তাদের জমিতে চারা রোপণের বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষ মাত্রা উপরিপ্রয়োগ করে ফেলুন। ধানের জমিতে পাতা মোড়ানো, মাজরা পোকাসহ অন্যান্য পোকা এবং রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ চাষীর পরামর্শ নিন। নীচু এলাকার জন্য বোনা আউশ বা বোনা আমন বীজ এখনই বপণ করতে হবে।

গম : পাকা গম কাটা না হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। লাগসই পদ্ধতি অবলম্বন করে বীজ সংরক্ষণ করুন।

ভুট্টা : পাকা ভুট্টা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ মাসেও চলতে পারে। ভুট্টার গাছ মাঠ থেকে তুলে ভালভাবে শুকিয়ে উন্মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করুন। বন্যামুক্ত এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ভুট্টার চাষ এখনই শুরু করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। হেক্টর প্রতি সারের প্রয়োজন হবে ইউরিয়া ৯০ কেজি, টিএসপি ৫৫ কেজি, এমওপি ৩০ কেজি, জিপসাম ৪০ কেজি, জিংক সালফেট ৪ কেজি। রবি ভুট্টার মতই গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা আবাদ করতে হবে।

পাট : যারা পাট চাষ করবেন তাদের জমি এখনও প্রস্তুত না হয়ে থাকলে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টি পাতের পর পরই আড়া আড়ি ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে নিন। জমিতে ৩-৪ টন গোবর প্রয়োগ করতে পারলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে। যদি গোবর বা অন্যান্য আবর্জনা সারের যোগান নিশ্চিত করা না যায় তাহলে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি, ৯০ কেজি এমওপি, ৪৫ কেজি জিপসাম ও ১০ কেজি জিংক সালফেট দিতে হবে। বীজ বপণ করার আগে বীজ শোধন করা জরুরি। এক কেজি বীজে ৩.০ গ্রাম ভিটা ভেক্স বা প্রোভেক্স বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করতে হবে। ছত্রাক নাশকের অভাবে বাটা রসুন (১৫০ গ্রাম) এক কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শুকিয়ে বপণ করতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৫-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। চাষি ভাই একই জমিতে পাটের পর আমন চাষ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি পাটের বীজ বপণ করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি : এখন গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির বীজ রোপণ করতে চাইলে জমি তৈরি, মাদা তৈরিসহ প্রাথমিক সার প্রয়োগ এখনই করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাক সবজির আগাম নাবিজাত আছে। সুতরাং প্রয়োজন মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

বৈশাখ মাস কৃষিতে করণীয় :

মাঠে বোরো ধানের এখন বাড়ন্ত পর্যায়। থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এ সময়ে বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামী ঘাসফড়িং, সবুজ পাতাফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। তাছাড়া বাদামী দাগ রোগ, ব্লাস্ট রোগসহ অন্যান্য আক্রমণ যথাযথভাবে প্রতিহত করতে না পারলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। বালাই দমনে সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সার ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচর্যা, আন্তঃফসল চাষ, মিশ্রচাষ, আলোর ফাঁদ, জৈব দমনসহ লাগসই প্রযুক্তি অবলম্বন করতে হবে। এরপরও যদি আক্রমণের তীব্রতা থেকে যায়, নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাই নাশক যথাসময়ে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। বোনা আউশ এবং বোনা আমনের জমিতে আগাছা পরিষ্কার, প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাসময়ে নিশ্চিত করতে হবে।

পাট : বৈশাখ মাসে তোষা পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। ও-৪ বা ফাল্গুনী তোষা ভাল জাত। দো-আঁশ বা বেলে মাটিতে তোষা পাট ভাল হয়। বীজ বপণের আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। আগে বোনা পাটে জমিতে আগাছা পরিষ্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কার্যক্রম ও যথাযথভাবে করতে হবে। এ সময়ে পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকার আক্রমণ হতে পারে। সেচ দিয়ে কিংবা মাটির উপযোগী কীটনাশক দিয়ে উড়চুঙ্গা দমন করুন। চেলা পোকা আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে এবং জমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পোকা ছাড়াও পাটের জমিতে কান্ড পচাঁ, শিকড় গিট, হলদে সবুজ পাতা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। নিড়ানী আক্রান্ত গাছ বালাই নাশকের যৌক্তিক ব্যবহার করলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

ডাল-তৈল : এ সময় খরিফ-২ এ বোনা মুগ ফসলে ফুল ফোটে। অতি খরায় ও তাপমাত্রায় ফুল ঝরে যায় বলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈশাখের মধ্যেই বাদাম, সয়াবিন ও ফেলন ফসল পরিপক্ক হয়ে যায়। পরিপক্ক ফসল মাঠে না রেখে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন। সংগৃহীত ফসল জাঁগ দিয়ে না রেখে মাড়াই করে খুব ভাল করে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ সংরক্ষণ করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি : এখন থেকেই গ্রীষ্ম-কালীন সবজি আবাদ শুরু করতে পারেন। শাক জাতীয় ফসল বুদ্ধি খাটিয়ে আবাদ করলে এক মৌসুমে একাধিক বার করা যায়। চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল, শসা, করল্লাসহ অন্যান্য সবজির জন্য মাদা তৈরি করতে হবে। ১ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১ হাত চওড়া মাদা তৈরি করে মাদা প্রতি পরিমাণ মত জৈব সার/গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ এমওপি ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে ৫/৭ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর ২৪ ঘন্টা ভেজানো মান সম্মত সবজি বীজ মাদা প্রতি ৩/৫টি রোপণ করতে হবে। আগে তৈরিকৃত চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন।

বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহাকে নিজের লেখা কবিতার বই উপহার দিচ্ছেন সবজি বীজ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সিবিএ'র সহসভাপতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সামছুল হক

বিএডিসি কর্তৃপক্ষ এবং বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (বি-১৯০৩) সিবিএ এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় বিএডিসি'র ডাল ও তৈল বীজ খামার পরিদর্শন করছেন সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

জাতীয় কবিতা উৎসব ২০১৭ তে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করছেন বিএডিসি'র সহকারী নিয়ন্ত্রক (অডিট) জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম

কৃষি ভবনের আইসিটি ল্যাবে ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করছেন সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

বীজ বিতরণ বিভাগের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

খামার বিভাগ আয়োজিত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অডিট সভায় সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'তে নব যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

কাশিমপুর বিএডিসি'র উদ্যানে বিএডিসি ২য় শ্রেণি অফিসার্স এসো. কর্তৃক আয়োজিত বনভোজনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক ও যুগ্মপরিচালক (উদ্যান) ড. মোঃ মাহবুবে আলম

বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড প্রকাশিত ক্যালেন্ডারের মোড়ক উন্মোচন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। ছবিতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সন্তান কমান্ডের নেতৃবৃন্দদের দেখা যাচ্ছে

একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দের পক্ষে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। এ সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেনসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

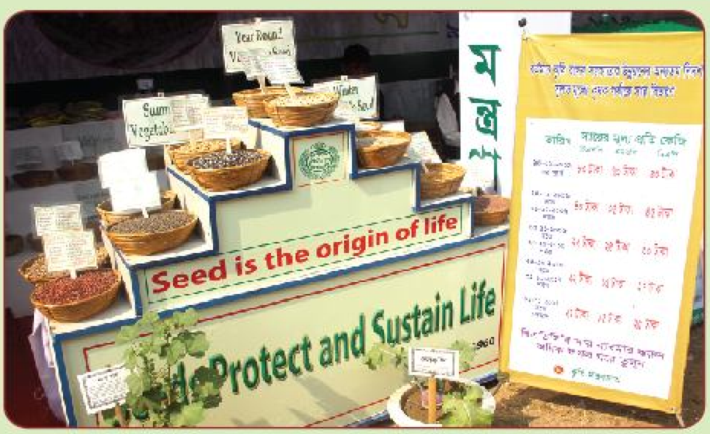

উন্নয়ন মেলা ২০১৭ উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টলে প্রদর্শিত বিএডিসি'র উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের বীজ ও সারের মূল্য সম্বলিত পোস্টার

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টল

বিএডিসি'র স্টল

জাতীয় সবজি মেলা উপলক্ষে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের র‍্যালী

বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ব্রকলি

বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত হরেক রকম সবজি

বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ছাদ বাগানের মডেল

বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ছাদ বাগানের জন্য জৈব সার প্রস্তুত প্রণালী

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।